

প্রকল্প বাস্তবায়ন বলতে আমরা কী বুঝি ?

কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা সম্পাদকের মাধ্যমে একটি ফলাফল পাওয়া যায় যা একটি উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করে।

উদাহরণ:- নলকূপ স্থাপন - প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি কাজ।

কর্মকর্তা----- স্থান নির্বাচন, প্রকল্পের নির্বাচন, যোগাযোগ ক্রয় এবং খনন কাজ বাস্তবায়ন করা;

ফলাফল----- পানির উৎস (নলকূপ) স্থাপন করা;

উদ্দেশ্য----- জনগণের জন্য সুপের পানি সরবরাহ করা;

চূড়ান্ত লক্ষ্য----- নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা।

এই ধাপের (ডিপিএইচই) উদ্দেশ্য কী: গাইডলাইনের এই অধ্যায়ের মাধ্যমে ডিপিএইচই'র কর্মকর্তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার উপর ধারণা অবিকৃতর স্পষ্ট করা হবে।

পিকম্যাক ডিপিএইচই (ফেজ-২) প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে ডিপিএইচই'র কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রমের উপর পর্যাপ্ত দখল অর্জন করবে। নিউজলেটারের এই সংস্করণটিতে মূলতঃ ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত পরিচালিত কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতির বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সম্পাদকমন্ডলী
মাহবুবা নুনমুন, আয়া কাদোকামি,
ইউসুকে ইয়ামাগুচি, মোঃ মনজুর কাদির

ছবি: ডিপিএইচই'র সিলেট সার্কেলের প্রকৌশলীদের গাইডলাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৯ মার্চ ২০২৫

ইভেন্ট

পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S)

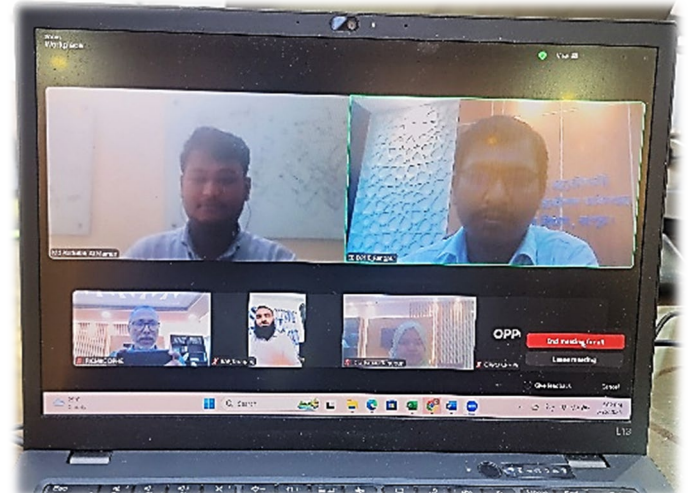
ডিপিএইচই'র চলমান পানির গুণগত মানের পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি কার্যক্রম ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বমোট ১৯ জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এবছর, নতুন জেলা হিসেবে গাইবান্ধা, বগুড়া, ফরিদপুর, সাতক্ষীরা, নাটোর, টাঙ্গাইল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, এবং ঢাকা জেলা সম্প্রসারিত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো ভূগর্ভস্থ পানির স্থিতি তল পর্যবেক্ষণ করা এবং এর সাপেক্ষে পানির গুণগত মানের পরিবর্তনের প্রবণতা মূল্যায়ন করা। পানির গুণগত মানের নজরদারি কার্যকলাপের লক্ষ্য হলো দূষণের ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং সেই ঝুঁকি হ্রাসের জন্য তথ্যনির্ভর এবং টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। সকল কার্যক্রমের জন্য তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। এখন সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং দূষণের ধরণ নির্ণয়ের কাজ চলছে।

এই অর্থবছরে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিপিএইচই-র স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ডিপিএইচই'র মোট ৮৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী আর্সেনিক, আয়রন, ক্লোরাইড এবং ফিকাল কোলিফর্মের জন্য পানির নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি পানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, অনলাইন ডাটা আপলোড এবং অফলাইনে এক্সেল এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে রিপোর্টিং করার কৌশল সহ বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের উপর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২) প্রকল্পের সহায়তায় দেশব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলি পরিচালিত হয়।

এবছর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে, বিষয়বস্তুকে সহজ ভাবে উপস্থাপনের জন্য উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রেন্ডিকা ব্যবহার করা হয়েছে। যা অংশগ্রহণকারীদের পানির নমুনা সংগ্রহ, স্যাম্পল নম্বরারিং এবং ডেটা এন্ট্রির কাজগুলি সহজে বুঝতে সাহায্য করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় পর্যবেক্ষণ কূপের অভাব, ডিজিটাল ওয়াটার মিটারের প্রয়োজনীয়তা, দূরবর্তী ইউনিয়নে এবং যেসকল জেলায় ল্যাবরেটরী নেই সেই ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। আলোচিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে; ডিপিএইচই পরবর্তী বছরের কার্যক্রমে সমস্যাগুলির সমাধানে পরিকল্পনা শুরু করছে। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নতুন



ছবি: হবিগঞ্জে রেন্ডিকা ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ



ছবি: পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি কার্যক্রমের কর্মকর্তা ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প অফিস ও ফিল্ড অফিসের মধ্যে অনলাইনে যোগাযোগ।

জেলা অন্তর্ভুক্ত না করে বর্তমানে নির্বাচিত জেলা সমূহেই আরো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গাইডলাইন প্রশিক্ষণের ফলাফল এবং গাইডলাইনের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম

২০২৫ সালের প্রথম থেকে ডিপিএইচই'র মাঠ পর্যায়ের সকল সহকারী প্রকৌশলী (AE), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (SAE) এবং প্রাক্কলনিকদের জন্য সমন্বিত কারিগরী গাইডলাইন (GL) সংক্রান্ত সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। এবং মাঠ পর্যায়ের সকল সার্কেলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়। এবছরের মধ্যেই সদর দফতর এবং প্রকল্প অফিসগুলির জন্য আরো একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে বাকি সকল প্রকৌশলীর গাইডলাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ যাবৎ, মাঠ পর্যায়ের ডিপিএইচই থেকে মোট ৬৮০ জন প্রকৌশলী এবং প্রাক্কলনিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। সকল প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল গাইডলাইনের গঠন, অধ্যয়ন সমূহ এবং ব্যবহার পদ্ধতি সহ দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে প্রণীত প্রকল্পের কার্যক্রমে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা প্রদান।

মাঠপর্যায়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়; এগুলো হল- গাইডলাইনের পরিচিতি, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। প্রতিটি প্রশিক্ষণে পারস্পরিক আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে, অংশগ্রহণকারীদের মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার সুযোগ দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীগণ বিশেষ করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অধ্যায়টির পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও উন্নত করা এবং নতুন প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেন।

দিনের প্রশিক্ষণ শেষে সকল অংশগ্রহণকারী সামগ্রিক মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই মূল্যায়নে প্রায় শতভাগ অংশগ্রহণকারী ৮০% এর বেশী নম্বর পেয়েছেন, যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাফল্য ও প্রশিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্বচ্ছতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দেয়।

গাইডলাইনের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করার জন্য সকল ডিপিএইচই প্রকৌশলীর কাছে একটি অনলাইন জরিপের প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই, বেশিরভাগ প্রকৌশলী অনলাইনে তাদের উত্তর প্রদান করেছেন। বর্তমানে প্রকল্প অফিসে জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে। যদি আপনি এখনো জরীপে অংশগ্রহণ না করে থাকেন, দয়া করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আপনার উত্তর অনলাইনে জমা দিন। এখন থেকে নিয়মিত কাজ হিসেবে এই জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

WRPM এর জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরী

ডিপিএইচই'র পানি সরবরাহ এবং পানিসম্পদ পরিকল্পনার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত, পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২) প্রকল্পের আওতায় পানিসম্পদের সম্ভাব্যতা মানচিত্রের (WRPM) অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরীতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান মাইলফলক ছিল স্থানীয় ডিপিএইচই অফিস থেকে ক্লোরাইড, আর্সেনিক, আয়রনের ঘনত্ব, বোরলগ এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্থিতিতলের তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করার জন্য একটি অনলাইন হাইড্রোজিওলজিক্যাল ডেটা প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা। শুরুতে, প্রথম এবং দ্বিতীয় একুইফার সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য বোরলগ ডেটা সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

পাশাপাশি একটি ওয়েব-ভিত্তিক ডাইনামিক ম্যাপিং সিস্টেম তৈরিতেও যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মূল ফাংশনগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে



ছবি : ফরিদপুর সার্কেলের সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রাক্কলনিকদের গাইডলাইন প্রশিক্ষণ ৮ এপ্রিল ২০২৫

ছবি: গাইডলাইন ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্য অনলাইন প্রশ্নপত্র



ছবি: অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রণয়ন করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে আলোচনা

এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্মটি পানিসম্পদের তথ্য ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ইন্টারফেস সহ প্রকাশ করা হবে। এতে পানিসম্পদ পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ডিপিএইচই'র সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আরও সমন্বিত জাতীয় পর্যায়ে মানচিত্র তৈরির প্রয়াসে প্রকল্পের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই ঢাকা ওয়াসা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার সাথে কৌশলগত সহযোগিতা শুরু হয়েছে। এই সংস্থাগুলির কাছ থেকে সংগৃহীত ডেটা ব্যবহার করে তৈরীকৃত WRPM তাদের সাথে শেয়ার করা হবে, এতে সংস্থাগুলির সাথে ডিপিএইচই'র পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়বে এবং ভবিষ্যতে আরও সমন্বিত ও সমৃদ্ধ পানিসম্পদ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে।

টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রকল্পের চলমান কারিগরী উন্নয়ন প্রস্তাবনার উপর পর্যালোচনা ও মতামত অনুসারে আরও যথাযথভাবে একুইফারের সীমানা নির্ধারণ ও একুইফার বিশ্লেষণের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকল্প দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং BWDB থেকে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, তাদের সহায়তায় প্রকল্প দলের তথ্য বিশ্লেষণের সক্ষমতা বাড়বে এবং তারা আরো দক্ষতার সাথে ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদের পরিমাপ করতে পারবে।

পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য ম্যানুয়াল প্রণয়ন

এই প্রকল্পের আওতায় ডিপিএইচই'র প্রকৌশলীদের জন্য পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকল্প দলের পুজানুপুজ অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার পরে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়ালের প্রথম খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। মার্চপর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়। লক্ষ্য ছিলো বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কার্যক্রমের প্রকৃত অবস্থার সাথে যাতে প্রণীত ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতা থাকে। তবে প্রথম খসড়াটি পুরোপুরি ভাবে মার্চপর্যায়ে বাস্তবতাকে তুলে আনতে পারেনি। পরবর্তী পর্যায়ে ডিপিএইচই'র কর্মকর্তাদের পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এমতাবস্থায় পর্যালোচনাকারী হিসেবে মাঝারি শহরে পাইপড ওয়াটার সিস্টেম পরিচালনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছয়জন নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্বাচন করা হয়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের সহযোগিতা কামনা করা হয়। অবহিতকরণ সভায় এই ম্যানুয়াল প্রণয়নের পটভূমি, উদ্দেশ্য, পরিসীমা, প্রকল্পের নীতিতে ম্যানুয়ালটির গুরুত্ব, পর্যালোচনার প্রধান বিষয়বলী এবং পর্যালোচনা কার্যক্রমের সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ সকল বিষয়ে সহযোগিতার জন্য একমত হন।

গত মার্চ এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে পর্যালোচনাকারী প্রকৌশলীগণ তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে গত জুন মাসে দ্বিতীয় খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এই পরিমার্জিত সংস্করণটি পরবর্তীতে প্রশিক্ষকদের জন্য শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কার্যক্রম আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

যেহেতু ToT-তে ম্যানুয়ালটির ব্যবহার করার জন্য টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের (TWG) অনুমোদন প্রয়োজন, তাই পর্যালোচনাকারীদেরকে পরিমার্জিত দ্বিতীয় খসড়াটি পুনঃপর্যালোচনার অনুরোধ করা হয়েছে। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তৃতীয় খসড়া প্রণয়ন করা হবে।

এপর্যায়ে প্রকল্প দল সকল পর্যালোচনাকারী প্রকৌশলীদেরকে তাদের অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।



ছবি: WRPM আপডেটের জন্য টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের আলোচনা
২০ মে ২০২৫



ছবি: খসড়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়ালের নমুনা পৃষ্ঠা



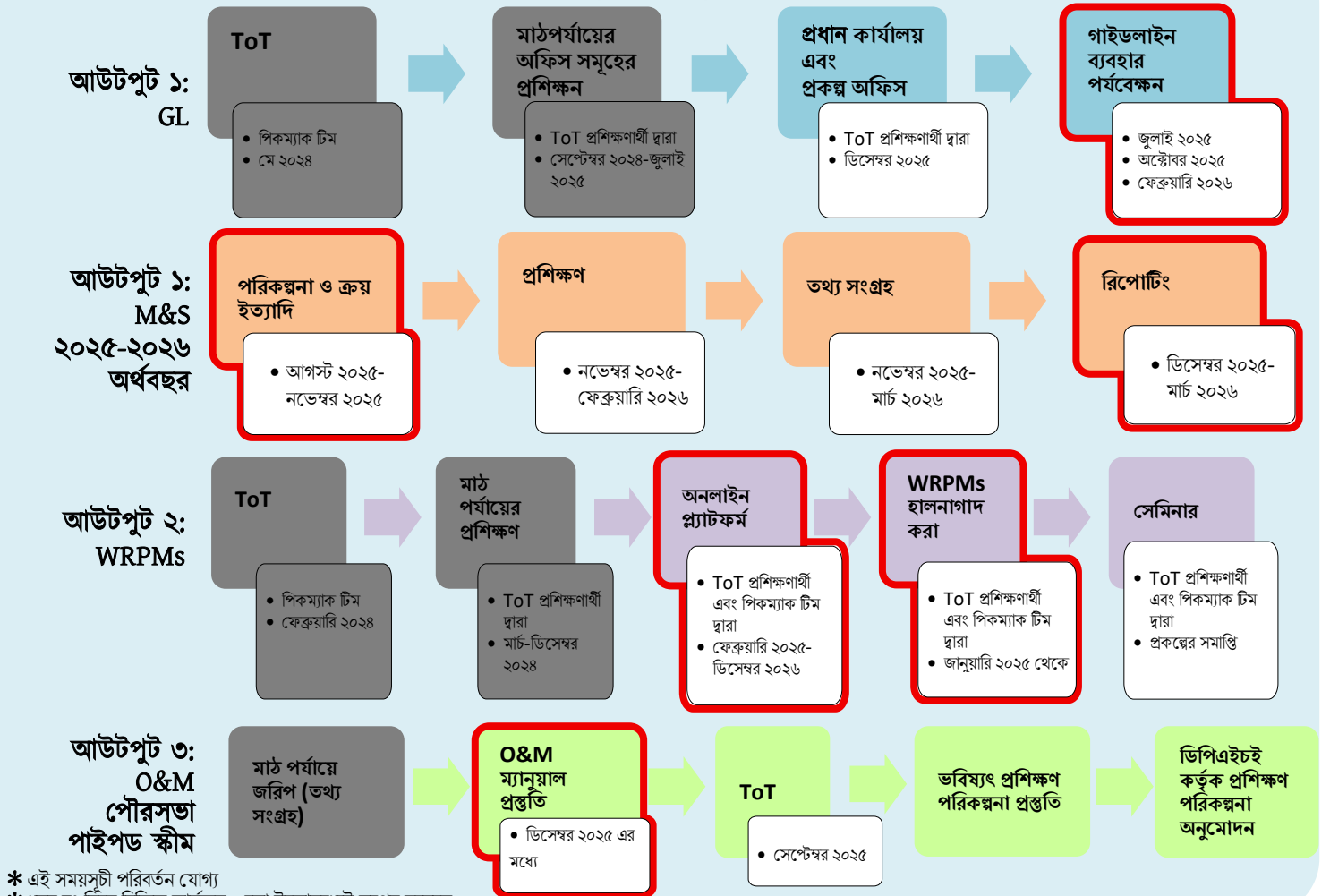
ছবি: নির্বাচিত পর্যালোচকদের সাথে ম্যানুয়াল পর্যালোচনার জন্য সভা

আশু কর্মসূচী (আগষ্ট ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

কার্যক্রম	২০২৫					২০২৬	
	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি
আউটপুট ১-১: গাইডলাইন অবহিতকরণ							
ডিপিএইচই কর্তৃক গাইডলাইন ব্যবহারের পর্যবেক্ষণ; অনলাইন প্রশ্নপত্রের উত্তর							
ডিপিএইচই কর্তৃক গাইডলাইন ব্যবহারের পর্যবেক্ষণ; মূল্যায়ন							
সদর দফতরে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন							
আউটপুট ১-২: পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S) কার্যক্রম							
২০২৫-২৬ অর্থবছরে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S) কার্যক্রমের প্রস্তুতি							
প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ							
মাঠপর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ ও রিপোর্টিং							
আউটপুট ২: পানিসম্পদের সম্ভাব্যতা মানচিত্র (WRPMs)							
পানিসম্পদের সম্ভাব্যতা মানচিত্রের (WRPMs) ইউজার ম্যানুয়াল প্রণয়ন							
WRPMs এর তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদ করতে ডিপিএইচইকে সহায়তা প্রদান							
WRPMs হালনাগাদ করণ পরিকল্পনা প্রণয়ন							
আউটপুট ৩: পৌরসভা পাইপলাইন স্কিমের জন্য O&M সাপোর্ট							
O&M সহায়তা ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ							
ডিপিএইচই প্রকৌশলীদের জন্য ToT পরিচালনা							
ডিপিএইচই ফিল্ড অফিসের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা							

: প্রশিক্ষণ
 : অফিস ওয়ার্ক
 : ডিপিএইচই কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম

পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২) কার্যক্রম ও কর্মপ্রবাহ*



* এই সময়সূচী পরিবর্তন যোগ্য
 * ধূসর রং দিয়ে চিহ্নিত কার্যক্রম গুলো ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে

